AUG. 10 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

এবার শিবিরের টার্গেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যাপক গোপন তৎপরতা ❑ ছাত্রদলের সুনামহানির সুযোগে প্রকাশ্যে নামার পাঁয়তারা

অম্লান দেওয়ান : মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও সরকারের অন্যতম অংশীদার জামাতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করেছে। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর জামাত ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার পর ছাত্রশিবির এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে না এলেও এ সময়েই তারা তাদের গোপন তৎপরতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করেছে। এদিকে, শামসুন্নাহার হলের সাম্প্রতিক ঘটনায় ছাত্রদলের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে। এ সুযোগে ছাত্রশিবির প্রকাশ্যে আসার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরপরই শিবির সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কিছু দাবি-দাওয়াকে পুঁজি করে প্রকাশ্যে আসবে। সরকারের একটি বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এসব তথ্য দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র বলেছে, এ তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কাছেও গেছে। এ মুহূর্তে শিবির প্রকাশ্যে এলে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্রদল–এ রকমের মন্তব্যও করা হয়েছে রিপোর্টে। আর এসব বিষয় মাথায় রেখেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভিন্ন একটি সূত্রে জানা গেছে, বেশ আগে থেকেই ছাত্রদলের মধ্যে শিবিরের বেশ কিছু প্রশিক্ষিত কর্মী ঢুকে পড়েছে। তাদের কয়েকজন ইতিমধ্যেই ছাত্রদলের শীর্ষ নেতৃত্বও লাভ করেছে। সূত্র বলেছে, ছাত্রদল নেতারা দলের কাজের চেয়ে বেশি মনোযোগী টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজিতে। আর এ সুযোগকে কাজে লাগাতে চায় ছাত্রশিবির।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীরা এখনো প্রত্যেক হলে হলে তৎপর। নিয়মিত তারা বৈঠকে বসে। সেসব বৈঠকে কী আলোচনা হয় তা বাইরের কেউই জানতে পারে না। কয়েকটি বিশেষ হল এবং মাদ্রাসাই তাদের এসব বৈঠকের মূল কেন্দ্র। সূর্যসেন হলে বসবাসরত শিবিরের একজন সাথী এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে তথ্য দিয়েছেন, ঢাকা

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

এবার শিবিরের টার্গেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিবিরের সমর্থক, সক্রিয় সমর্থক ও সক্রিয় সাথীর সংখ্যা অন্তত ৪ হাজার। শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা কয়েক হাজার বলে তিনি দাবি করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সরজমিন ঘুরে অবশ্য শিবিরের তৎপরতার কোনো চিহ্ন চোখে পড়েনি। দেয়ালে কোনো দেয়াল লিখন নেই। পোস্টার নেই। দাড়ি-টুপি পরা ছাত্র খুঁজে পাওয়াও রীতিমতো দুষ্কর। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতো আধুনিক পোশাক পরিহিত এসব শিবির কর্মী টিএসসিকেন্দ্রিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল করা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ছাত্রী হলগুলোতে কাজ করছে ছাত্রী শিবিরের বিশেষ টিম। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সঙ্গেও রয়েছে তাদের গ্রুপের সংশ্লিষ্টতা।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে রয়েছে শিবিরের শক্তিশালী ঘাঁটি ও মজবুত সাংগঠনিক অবস্থান। রাজনৈতিক ও সশস্ত্র ইসলামী বিপ্লবের টার্গেট নিয়েই কাজ করছে তারা।

সরকারি গোয়েন্দা সূত্রসহ অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, গত দেড় দশক ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার জোবরা গ্রাম, ফটিকছড়ির সোয়াবিল, পটিয়া, লোহাগাড়া, সাতকানিয়া ও কক্সবাজার এলাকার বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে চলছে শিবিরের সশস্ত্র ট্রেনিং কোর্স। কেবল নিজস্ব প্রশিক্ষক নয়, প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে আরাকানি রোহিঙ্গা যোদ্ধাদেরও। এসব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন শাখা, প্রশাসন, আইনজীবী, পুলিশ, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যেও তাদের অবস্থান সংহত করার কাজ চলছে। প্রশাসনে শক্তিশালী অবস্থান গড়তেই জামাতের ইন্ধনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ড. আফতাব আহমেদকে নি[illegible]

[illegible] হয়েছিল। তবে বিসিএস, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সংগঠনের উদ্যোগে। সারা দেশে শিবিরের অন্তত ২৫টি কোচিং সেন্টারের হাজার খানেক শাখা রয়েছে। এসব কোচিং সেন্টারের আয়ও ব্যয় হয় সংগঠনের কাজে। এছাড়া দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোতে রয়েছে শিবিরের শক্ত ঘাঁটি। সারা দেশের এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই শিবির তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, সক্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী, সমর্থক, সক্রিয় সমর্থক, কর্মী, সক্রিয় কর্মী, সাথী, সক্রিয় সাথী রিক্রুট করে।